হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও স্কুল শিক্ষিকা দম্পতির বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

প্রায় কোটি টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা আশরাফুল আলম ও স্কুল শিক্ষিকা মোছা. আয়েশা খাতুন দম্পতির বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুদক কুষ্টিয়া।

রবিবার দুপুরে দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয় কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক আলমগীর হোসেন বাদী হয়ে জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা আশরাফুল আলম ও তার স্ত্রী স্কুল শিক্ষিকা মোছা. আয়েশা খাতুনের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা করেছেন।

মামলার এজাহার নামীয় সন্দিগ্ধ আসামিরা হলেন- রংপুর তারাগঞ্জ উপজেলার ইকরচালী গ্রামের বাসিন্দা আব্দুস সাত্তার মিয়ার ছেলে সাবেক কুষ্টিয়া জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বর্তমানে রংপুরে কর্মরত আশারাফুল আলম এবং তার স্ত্রী রংপুর সদর উপজেলার রাধাকৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা মোছা. আয়শা খাতুন।

মামলার এজাহার সূত্রের বিবরণ দিয়ে দুদকের কৌঁসুলি অ্যাড. আল-মুজাহিদ মিঠু জানান, প্রথম মামলায় আনীত অভিযোগে সাবেক জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা আশরাফুল আলম তার কর্মজীবনের ১৯৮৯ সাল হতে ২০১৯ সাল সময়কালের মধ্যে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত প্রায় ৩৬ লাখ টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ।

২য় মামলায় আশরাফুল আলম ও তার স্ত্রী আয়শা খাতুন যৌথভাবে কর্মজীবনের ১৯৯৫ সাল হতে ২০১৯ সাল সময়কালের মধ্যে প্রায় ২১ লাখ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ আহরণ করেছেন বলে দুদকের প্রাথমিক অনুসন্ধান ও তদন্তে সত্যতা পাওয়া যায়। আসামিদের দখলে থাকা প্রায় দুই কোটি টাকার সম্পত্তির মধ্যে প্রায় অর্ধকোটি টাকার সম্পত্তি জ্ঞাত আয় বহির্ভূত।

যা ২০০৪ সালের দুদক আইনের দ:বি: ২৬(২) ও ২৭(১) ধারা এবং ২০১২ সালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ৪(২ ও ৩) তৎসহ ১০৯ ধারায় অপরাধ সংগঠিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে পৃথক

দুটি মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয়।

কুষ্টিয়ায় স্কুল খোলা রেখে পরীক্ষা, ক্লাসে হাজির ইউএনও

সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে স্কুল খোলা রেখে ক্লাস পরীক্ষা নেওয়ার অপরাধে কুষ্টিয়ার মিরপুরে একটি বেসরকারী এস বি কিন্ডারগার্টেন স্কুলকে ১৪ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রোববার সকালে উপজেলার বহলবাড়ীয়া ইউনিয়নের এস বি কিন্ডারগার্টেন স্কুলকে এ জরিমানা করেন মিরপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস।

ইউএনও লিংকন বিশ্বাস জানান, করোনা পরিস্থিতির নেতিবাচক প্রভাব এড়াতে সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখেছে। সরকারি এ নির্দেশনা অমান্য করে বহলবাড়ীয়া ইউনিয়নের এস বি কিন্ডারগার্টেন স্কুলে নার্সারি থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের একত্র করে ক্লাস পরীক্ষা নিচ্ছিলেন। সেখানে প্রায় ৭০জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এ

মন গোপন সংবাদ পেয়ে ওই প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এতে স্কুল খোলা রেখে ক্লাস পরীক্ষা নেওয়ার দায়ে এস বি কিন্ডারগার্টেন স্কুলকে দন্ডবিধি আইন, ১৮৬০ এর আওতায় ১৪ হাজার টাকা জরিমানা করে আদায় করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় লকডাউন বাড়ল ১ জুলাই পর্যন্ত, নতুন শনাক্ত ৬৭

করোনার সংক্রমণ প্রতিরোধে কুষ্টিয়া জেলায় চলমান লকডাউন বাড়ানো হয়েছে। আপাতত আগামী ১ জুলাই সকাল ছয়টা পর্যন্ত লকডাউন বলবৎ থাকবে বলে জেলা প্রশাসন থেকে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

রোববার রাত আটটায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। ২০ জুন রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে জেলাজুড়ে লকডাউন শুরু হয়। গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জেলায় সব ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্পকারখানা, শপিং মল, দোকান, রেস্তোরাঁ ও চায়ের দোকান বন্ধ থাকবে। তবে কাঁচাবাজার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় (মুদি) পণ্য ও ওষুধের দোকান সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে খোলা রাখা যাবে।

লকডাউন চলাকালে সব পর্যটনকেন্দ্র, রিসোর্ট, কমিউনিটি সেন্টার ও বিনোদনকেন্দ্র বন্ধ থাকবে। আন্তজেলা ও দূরপাল্লার গণপরিবহন বন্ধ থাকবে। এ ছাড়া ইজিবাইক, থ্রি-হুইলারসহ সব যান্ত্রিক যানবাহন বন্ধ থাকবে। সব সাপ্তাহিক হাট ও গরুর হাট বন্ধ থাকবে। গণবিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া (ওষুধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কেনা, চিকিৎসাসেবা, মরদেহ দাফন বা সৎকার ইত্যাদি) কোনোভাবেই বাড়ির বাইরে বের হওয়া যাবে না। জরুরি প্রয়োজনে যাঁরা ঘর থেকে বের হবেন, তাঁদের অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে।

আইনশৃঙ্খলা এবং জরুরি পরিষেবা, যেমন কৃষি উপকরণ, খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্য পরিবহন, ত্রাণবিতরণ, স্বাস্থ্যসেবা, গণমাধ্যম, বিদ্যুৎ, পানি, জ্বালানি তেল ও ফায়ার সার্ভিস চালু থাকবে। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও যানবাহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত থাকবেন। এদিকে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে জানা যায়, গতকাল কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে কুষ্টিয়া জেলার ১২৫ টি স্যাম্পলের টেস্ট করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৭টি স্যাম্পলের ফলাফল পজিটিভ এসেছে।

সিভিল সার্জন কার্যালয় থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, কুষ্টিয়ায় গত পরশুদিন ৫৭৭টি নমুনা পরীক্ষা করে ১৯৫ জনের করোনা

শনাক্ত হয়েছে। জেলায় এটিই এখন পর্যন্ত এক দিনে সর্বোচ্চ শনাক্ত। লকডাউনের গত ৬ দিনে জেলায় ৭৬৩ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। মারা গেছেন ৩২ জন। চিকিৎসা –সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, সঠিক সময়ে লকডাউন না দেওয়া ও বাস্তবায়ন না করায় এমন হতে পারে।

দামুড়হুদায় স্বাস্থ্য বিধি না মানায় ১৩ টি মামলায় ১৫ জনকে ৫ হাজার ৮’শ টাকা জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মাস্ক পরিধান ও স্বাস্থ্য বিধি না মানার অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। রবিবার ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করে জরিমানা আদায় করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান।

আদালত সূত্রে জানা যায়, উপজেলাতে (কোভিড-১৯)করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে চলমান লকডাউন বাস্তবায়নে দামুড়হুদা উপজেলার, দর্শনা, জয়রামপুর, কার্পাসডাঙ্গা, নাটুদার বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালতে পরিচালনা করা হয়। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সময় মাস্ক পরিধান না করা ও স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে ১৩ টি মামলায় ১৫ জনকে ৫ হাজার ৮’শ টাকা জরিমানা করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন, দামুড়হুদা উপজেলা সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে, ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে করোনার উপসর্গ, কয়েকদিনের ব্যবধানে ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সচেতন মহল সাধারণত এসময় করোনার সংক্রমণ হার বেড়েই চলেছে, হাসপাতালগুলোয় ৬০ ভাগ বয়স্ক মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি থাকেন। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ঠাকাতে এই নাগরিকদের সতর্কভাবে ঘরে থাকার পরামর্শ দেন তিনি। আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে করোনার। এ জন্য সবার মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

এলাকায় নতুন করে যাতে আক্রান্ত না হয়, আমাদের সবাই কে সজাগ থাকবে

হবে তিনি আরো বলেন, সব ধরনের অফিসে কর্মচারী থেকে কর্মকর্তাদের মধ্যে মাস্ক ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। বাইরে চলাচলে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে কঠোর হবে প্রশাসন। সর্বোচ্চ সতর্কতা নিতে হবে।

জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। অপ্রয়োজনে বাড়ির বাহিরে বের হবেন না। নিজে ও পরিবার সুস্থ রাখতে সরকারের দেওয়া সকল নির্দেশনা মেনে চলুন। লকডাউন বাস্তবায়ন প্রশাসন কে সহযোগিতা করেন আদালত পরিচালনার কাজে সহযোগিতা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসের পেশকার জিহন আলী, দামুড়হুদার মডেল থানার পুলিশ সদস্যরা।

করোনা প্রতিরোধ ও মৃত্যুহার রোধে ঝিনাইদহে বিএনপির স্মারকলিপি পেশ

ঝিনাইদহে করোনার সংক্রমন প্রতিরোধ ও মৃত্যুহার বৃদ্ধি রোধে জনগণের স্বাস্থ্য সেবায় স্বাস্থ্য বিভাগের করণীয় বিষয় স্মারকলিপি পেশ করেছে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি। কেন্দ্রীয় কর্মসুচির অংশ হিসেবে রোববার দুপুরে ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগমের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহবায়ক এ্যাড. এস এম মশিয়ুর রহমান, সদস্য সচিব এ্যাড. এম এ মজিদ, যুগ্ম আহবায়ক জাহিদুজ্জামান মনা, মুন্সী কামাল আজাদ পান্নু, আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, কৃষকদল নেতা আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা ও থানা বিএনপির সদস্য সচিব আলমগীর হোসেন আলম।

বিএনপি নেতৃবৃন্দ এ সময় করোনার সংক্রমন প্রতিরোধে পর্যাপ্ত টিকা বিনামুল্যে প্রদাণের ব্যবস্থা, সার্বিক চিকিৎসা সেবার জন্য অধিক সংক্রমন বৃদ্ধি অঞ্চল হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্ধ, প্রতিটি জেলায় অসুস্থ, বৃদ্ধ, চলাচলের অনুপযোগী রোগীর করোনা টেস্টোর জন্য বাড়ীতে যেয়ে নমুনা সংগ্রহ ও সরকারি খরচে টেস্টের ব্যবস্থা

করাসহ ৭টি পরামর্শ সম্বলিত পরামর্শ স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেন।

মেহেরপুরে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা একদিনে আক্রান্ত ৭৫! মৃত্যু ৬

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৭৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় ৩২ জন, গাংনীতে ৩৯ জন এবং মুজিবনগরে ৮৯ জন। একই দিনে মারা গেছেন ছয় জন।

রবিবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৫৯টি। তারমধ্যে ৭৫জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৪৩০ জন। তার মধ্যে সদরে ১৭৯ জন, গাংনীতে ১৬২ জন এবং মুজিবনগরে ৮৯ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৪৬ জন।

এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

আমের ন্যায্য মুল্য নিশ্চিতের দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

আমের ন্যায্য মুল্যে নিশ্চিতের দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছে বাগানী ও ব্যবসায়ীরা। রবিবার সকালে সদর

উপজেলার কাশিমপুর গ্রামে আম বাগানের সামনে এ কর্মসূচী পালিত হয়। এতে অংশ নেই ওই এলাকার শতাধিক বাগানী ও ব্যবসায়ীরা।

এসময় আম বাগানী সাহেব আলী জোয়ার্দ্দার, বুলবুল আহম্মেদ বাপ্পী, রেজাউল করিম রাজা, মতিয়ার রহমান, মোদাচ্ছের হোসেন, আলী নুর জোয়ার্দ্দার, সন্টু জোয়ার্দ্দার, সাবু মন্ডলসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

কর্মসূচী থেকে ব্যবসায়ী বুলবুল আহম্মেদ বাপ্পী বলেন, গত বছর আম্পানের কারণে এ এলাকার সকল আমগাছ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। যে কারণে গতবছর লোকসানের সম্মুখীন হয়েছিল তারা। এ বছর আশা নিয়ে বাগান পরিচর্যা করেন তারা। কিন্তু লকডাউনের কারণে জেলার বাইরে থেকে কোন পাইকার আসছে না।

জেলার বিভিন্ন উপজেলাতেও আম পাঠানো যাচ্ছে না। যে কারণে প্রতিকেজি আম ১০ টাকা থেকে ২৫ টাকা দরে বিক্রি করতে হচ্ছে। এতে এবারও লোকসানের আশংকা করছে তারা। এ অবস্থায় আমের বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নত, পরিবহণ সুবিধা ও দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠাতে সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন তারা।

ঝিনাইদহে তথ্য অফিসের প্রচারনায় গ্রামের মানুষ শিখছে ভাইরাস থেকে বাচার উপায়

ঝিনাইদহ শহরের পাশাপাশি গ্রামে এখন করোনা ভাইরাসে সংক্রমনের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। শুধু তাই নয়, বর্তমানে জেলা শহরের চেয়ে গ্রামে সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শহরের মানুষ কিছু টা সচেতন হলেও অধিকাংশ গ্রামের মানুষ করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন নয়। অনেকে আবার কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন এবং ন্যূনতম সাবান দিয়ে হাত ধোয়া ও সামাজিক দূরত্ব কী, সে বিষয়েও অবগত নয়। এমন অবস্থায় গ্রামের মানুষকে এতটা অসচেতন দেখে মাঠে নেমেছে জেলা তথ্য অফিস।

প্রতিদিন সকাল ৯টার দিকে তথ্য অফিসের গাড়ী ও ইজি বাইক সহ ১০ টি গাড়ি প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে। আর এ কাজ চলছে রাত পর্যন্ত। এসময় করোনা ভাইরাস কি ভাবে ছড়ায়, মাস্ক পরিধানের সুবিধা কি, সামাজিক দুরত্ন মেনে চলার দিক নির্দেশনাসহ সরকারি নানা বিধি-নিষেধ প্রচার করা হচ্ছে।

জেলা সদরের পোড়াহাটি ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামের বৃদ্ধা মোছাঃ রাবেয়া খাতুন (৫৫) বলেন, শুধু শুনেছি মানুষের করোনা হচ্ছে। কিন্তু কি কারনে কি ভাবে এ অসুখ এক জনের থেকে অন্য জনের দেহে যায় জানতাম না। এমনকি এর থেকে বাচার উপায় কি এটাও জানা ছিলো না। একটি সাদা গাড়ি এসে আমাদের গ্রামে মাইকিং করে গেছে। এর পর জানতে পেরেছি এ রোগ কি জন্য হয়। আর এর থেকে বাচতে হলে আমাদের কি করতে হবে। তিনি বাড়ির সবাইকে এখন সচেতন থাকতে বলছেন।

জেলা তথ্য অফিসার আবুবকর সিদ্দীক জানান, শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও করোনা সংক্রমণ উর্ধ্বগতি। তাই শহরের পাশাপাশি গ্রামকে প্রাধান্য দিয়ে প্রচার কার্যক্রম চলছে। তথ্য অফিসের গাড়ী ও ইজিবাইক সহ ১০ টি যানে সড়ক প্রচার কাজ চলছে। তিনি আরো জানান, আঞ্চলিক ভাষায় মাইকিং করে গ্রামের মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে।

করোনাভাইরাস কীভাবে ছড়ায় ও কীভাবে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করা যা। গ্রামের অনেকেই কোয়ারেন্টিন, আইসোলেশন ও সামাজিক দূরত্ব সঙ্গে পরিচিত নয় আর এ জন্যই তাদের মধ্যে সচেতনতারও ঘাটতি ছিল। এজন্য আমাদের এ কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

জীবননগরে ভ্রাম্যমান আদালতে ৬জনের ১০হাজার টাকা জরিমানা

জীবননগরে ৫ম দিনের মত চলছে লকডাউন ।লকডাউন না মানা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলায় -৬পথচারীকে১০হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।গতকাল রবিবার সকাল সাড়ে ৯টার সময় জীবননগর পৌর শহরের বিভিন্ন স্থানে জীবননগর থানা পুলিশের সহযোগিতায়

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম মুনিম লিংকন এ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন। এ সময় লকডাউন না মানা ও স্বাস্থ্যবিধি না মেনে চলাচল করার অপধারে ৬ জন পথচারীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করেন ভ্রাম্যমান আদালত। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)সাইফুল ইসলাম ।

আলমডাঙ্গায় হঠাৎ উধাও প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ

আলমডাঙ্গা উপজেলায় হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে সর্দি-কাশি-জ্বরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। উপজেলার প্রায় ঘরে ঘরেই এখন এ ধরনের রোগী। তাদের মধ্যে জ্বর নিয়ে ভীতি থাকলেও করোনা পরীক্ষায় তেমন আগ্রহ নেই খোঁজ নিয়ে জানা গেছে,আলমডাঙ্গা উপজেলার বেশিরভাগ বাড়িতেই কেউ না কেউ জ্বর-কাশিতে আক্রান্ত। তবে করোনা আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে অনেকেই চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছে না।

বাড়িতেই গোপনে চিকিৎসা নিচ্ছেন। আবার কেউ কেউ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বহির্বিভাগে গিয়েও চিকিৎসা নিচ্ছেন। যার ফলে বিভিন্ন এলাকায় প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধসহ অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সচেতনতা না থাকায় স্বাস্থ্যবিধি না মেনে অসুস্থ অবস্থায়ও হাটবাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেউ কেউ।উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা গেছে, শুরু থেকে রবিবার (২৭ জুন) পর্যন্ত উপজেলায় মোট ১৫২১ টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এতে রোগী শনাক্ত হয়েছেন ৪৮৮ জন। এই উপজেলায় এ পর্যন্ত মোট ২১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

জ্বর, ঠান্ডা ও গলাব্যথাসহ বিভিন্ন উপসর্গ নিয়ে গত এক সপ্তাহে বহির্বিভাগে ১৮০-২০০ জনের মতো রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পৌর এলাকার একটি মাদরাসার মুহতামিম (অধ্যক্ষ) জানান,গত তিন-চার দিন ধরে তিনি জ্বর-কাশিতে ভুগছেন। চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ সেবনে কিছুটা উন্নতি হলেও পুরোপুরি সুস্থ হননি। কিছুই হবে না বলে করোনা পরীক্ষায় আগ্রহ দেখাচ্ছেন না।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হাদি জিয়াউর রহমান বলেন, এই উপজেলায় জ্বর-সর্দি কিছুটা বেড়েছে। অনেকেই করোনার উপসর্গ নিয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসছেন। তাদের বারবার করোনা নমুনা পরীক্ষা করতে বলা হচ্ছে। তবে জ্বর-সর্দিতে আক্রান্ত অনেকেই করোনা পরীক্ষায় আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। তারা পরীক্ষা না করে হাট-বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।করোনা মহামারির এই সময়ে যে কারণেই সর্দি-কাশি-জ্বর দেখা দিক না কেন, অবহেলা না করে সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন এই স্বাস্থ্য কর্মকর্তা।